দৈনিক ইত্তেফাক

৪৫

তারিখ ...2.4 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষা বঞ্চিত ৭ কোটি ৮০ লাখ শিশু

শিক্ষা বঞ্চিত শিশু

কয়েক দিন আগে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী স্কুল বঞ্চিত শিশুদের সংখ্যা পাশের লেখচিত্রে দেখানো হয়েছে। লেখচিত্রে ১৯৯১ সাল থেকে উপাত্ত দেখানো হয়েছে এবং ২০০০ সালের পরিস্থিতি প্রাকবীক্ষণ করা হয়েছে। এ শতকের শেষ-সম্পর্কিত পূর্বাভাসে সবার জন্য শিক্ষার প্রচেষ্টা জোরদার করার ব্যাপারে এসব দেশের গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফলকে ধরা হয়নি। নীচের লেখচিত্রে ১৯৮৯ সালে

ঝরে যাওয়া শিশু

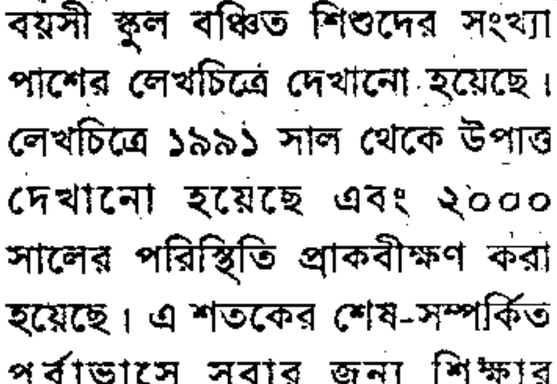

প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া একটি শিশুর চতুর্থ শ্রেণীতে যাবার সম্ভাবনাকে শতকরা হিসেবে দেখানো হয়েছে। ইউনেস্কোর মতে, এই চারটি বছর পূর্ণ করা কোনো মৌলিক শিক্ষার জন্যে একটা ন্যূনতম প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে এ লক্ষ্য অর্জনে সবাই সফলকাম হয় না। অনেক শিশুই বছরের পর বছর একই শ্রেণীতে থাকার পর সচরাচর অর্থনৈতিক কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত শিক্ষার অনেকটাই শেষ হয়ে যায়।

৬-১১ বছর বয়সী স্কুলবঞ্চিত শিশু (দশ লাখের হিসাব)

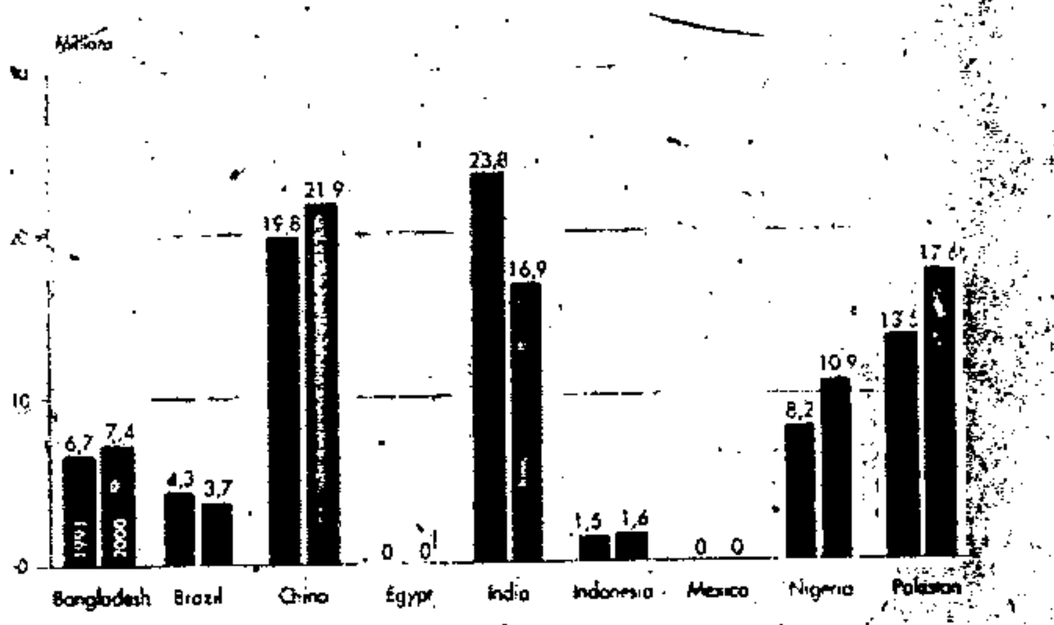

৬০ কোটি ৮০ লাখ নিরক্ষর

সব শিশু স্কুলে যায় না, কিংবা যাবার মতো একটা স্কুলও পায় না। ফলে তারা নিরক্ষরের দলে শামিল হয়। নিরক্ষরদের সংখ্যা এমন দ্রুত বাড়ছে যে, সাক্ষরতা কর্মসূচী এর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

জীবন সম্পর্কিত সহজ কোনো পাঠ বুঝতে পারলে তাদের শিক্ষিত বলে ধরা হয়।

কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই নিরক্ষর নারী-পুরুষের হার সবখানেই কমছে। স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধিই এর কারণ। অপরদিকে

মোট অশিক্ষিতের সংখ্যা (মিলিয়ন হিসাব)

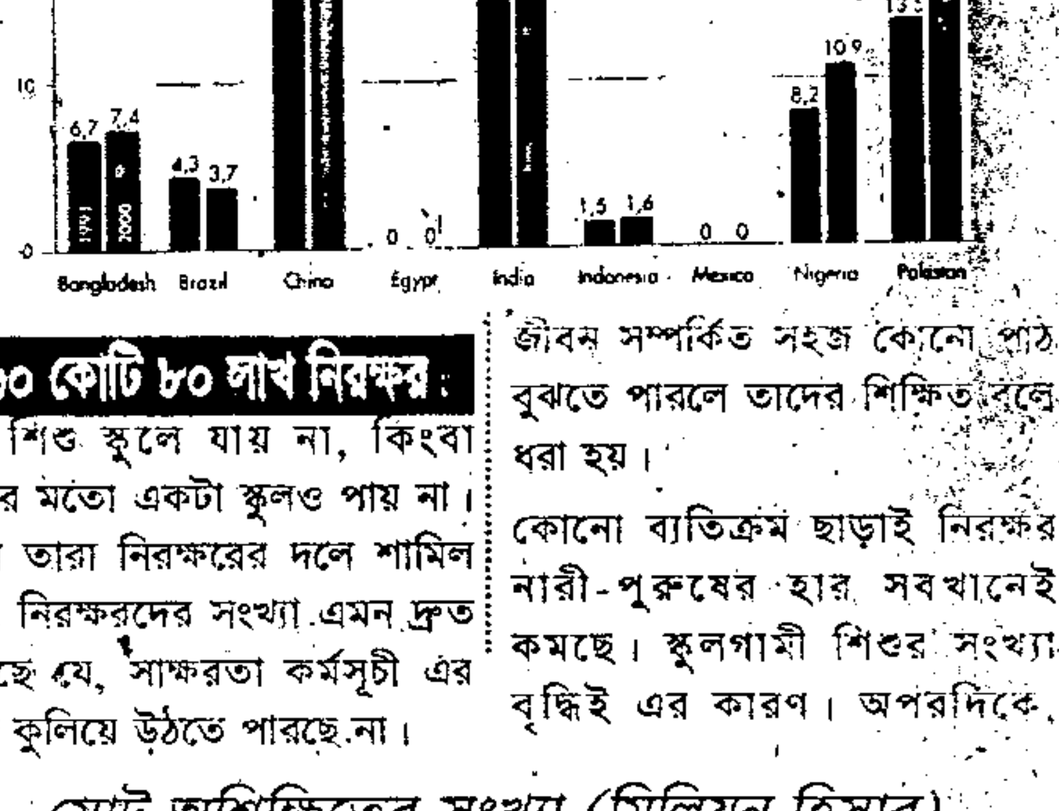

নিরক্ষর বয়স্ক

উপরের লেখচিত্রে প্রদত্ত হিসেব দেয়া হয়েছে বর্তমান প্রবণতা থেকে এবং বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে গৃহীত নতুন নতুন ব্যবস্থার সম্ভাবনা এতে ধরা হয়নি। স্বীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী, যাদের বয়স ১৫ বছর ও তার বেশি তারা লিখতে, পড়তে ও তাদের দৈনন্দিন

নিরক্ষরের প্রকৃত সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

চীনে তা কিছু কমলেও ব্রাজিল, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়ায় স্থির রয়ে গেছে। চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাংলাদেশ, মিশর, ভারত ও পাকিস্তানে এদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়েছে।